প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২৮ মার্চ, ২০১৮

"ছবি অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ পরিবর্তনে ভুমিকা রাখতে পারে" -আমার চোখে, নাগরিক জীবন বিষয়ক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা-২০১৮ এর পুরস্কার বিতরণী ও প্রদর্শনীতে বক্তারা

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) পরিচালিত 'নারীর স্বাস্থ্য, অধিকার ও ইচ্ছা পূরণ- সখি' প্রকল্পের উদ্যোগে এই প্রকল্পের চেঞ্জমেকারদের মোবাইলে তোলা ছবি নিয়ে গত ২৮ মার্চ ২০১৮ বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা-এর চিত্রশালা গ্যালারীতে **"আমার চোখে, নাগরিক জীবন"** শীর্ষক দুই দিন ব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও অলোকচিত্র প্রতিযোগীতা-২০১৮ শুরু হয়। উদ্বোধনী পর্বে অলোকচিত্র প্রতিযোগীতা-২০১৮-এর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ আয়োজনের সহযোগিতায় ছিল বাংলা কমিউনিকেশন।

উদ্বোধনী আয়োজনে পুরস্কার বিতরণী পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও পাক্ষিক অন্যন্যার সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী ড. হামিদা হোসেন, নেদারল্যান্ড এ্যাম্বাসীর রাজনৈতিক ও মানবাধিকার বিষয়ক উপদেষ্টা নাদিম ফরহাদ এবং আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার জুরী বোর্ডের সদস্য আলোকচিত্রী মুনীরা মোরশেদ মুন্নী সহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্লাস্ট-এর উপ- পরিচালক (কর্মসূচী) মোস্তফা জামিল ও সঞ্চালনা করেন ব্লাস্ট-এর প্রকল্প সমন্বয়কারী এডভোকেট সারাবান তাহুরা জামান। এই আয়োজনে সখি প্রকল্পের চেঞ্জমেকার মোহাম্মদ সবুজ, মুক্তা, আইয়ুব আলী সরকার, শিল্পী নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও পাক্ষিক অন্যন্যার সম্পাদক তাসমিমা হোসেন বলেন, *নতুন আলোকচিত্রীরা যেন এখানেই থেমে না যায়। তারা সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরতে তাদের এ যোগ্যতা কাজে লাগাবেন। যা সমাজ থেকে অপরাধ দমনে ভূমিকা রাখবে।*

বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী ড. হামিদা হোসেন বলেন, *মোবাইল দিয়ে ছবি তুলে যে মানুষকে সচেতন করা যায় ও সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরা যায় এ প্রদর্শনী তার উদাহরণ। মোবাইলে ছবি তোলা তাই শুধু সেলফির জন্যই নয়, সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও আমরা এর ব্যবহার করতে পারি।*

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার জুরী বোর্ডের সদস্য মুনীরা মোরশেদ মুন্নী বলেন, *আমাদের মনের যেসব জানালা বন্ধ থাকে একটু সুযোগ পেলে এসব জানালা খুলে যায়। প্রদর্শনীর ছবিগুলো দেখলে সেই কথাই মনে হয়।*

১৮০ জন প্রতিযোগীর কাছ থেকে ৩,০২৬টি ছবি জমা পড়ে। চূড়ান্তভাবে ৫০টি ছবি প্রদর্শনীর জন্য বাছাই করা হয়। ছবি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন সখী চেঞ্জমেকার মোহাম্মদ সবুজ; দ্বিতীয় হয়েছেন শাহানাজ আক্তার এবং তৃতীয় হয়েছেন হাসনাত জাহান তনী। কোন স্থান অর্জন করতে না পারলেও ভালো ছবি তুলবার জন্য সার্টিফিকেট ও মেডেল পেয়েছেন ১০ জন। এই প্রদর্শনী চলবে ২৯ মার্চ ২০১৮ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। উল্লেখ্য, সখি প্রকল্পটি ঢাকা শহরের মহাখালী, মোহাম্মদপুর ও মিরপুর ৩টি কর্ম এলাকার ১৫ টি বস্তিতে নারীদের স্বাস্থ্য ও আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি, বিনামূল্যে আইন সহায়তা প্রদান ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে। উক্ত প্রকল্পে ব্লাস্ট ছাড়াও মেরি স্টোপ্স বাংলাদেশ, বিডব্লিউএইচসি ও উই ক্যান যৌথভাবে কাজ করছে।

বার্তা প্রেরক:

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী ও কমিউনিকেশনস)
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd